কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

স্মারক নং- কোপৌ/Standing-1/২০১৯/

তারিখ ঃ ২২/০৮/২০১৯

নোটিশ

এতদ্বারা কোটালীপাড়া পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিড়িটর সম্মানীত সদস্যগনকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৫/০৮/২০১৯ ইং তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ০৪:০০ ঘটিকার সময় পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত সভায় সম্মানীত সদস্যবৃন্দকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল ।

আলোচ্য বিষয়সমূহঃ- ১) বিগত সভার কার্য বিবরনী পাঠ ও বিতরন।
২) যৌন হয়রানীর বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা ।
৩) বিবিধ।

২২/০৮/২০১৯

(সালেহা খানম)
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর -২
ও
সভাপতি
নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
কোটালীপাড়া পৌরসভা
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

প্রাপকঃ জনাব----------

সদস্য/ সদস্য-সচিব

নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

কোটালীপাড়া পৌরসভা

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ
১। মেয়র, কোটালীপাড়া পৌরসভা , কোটালীপাড়া , গোপালগঞ্জ।
২। সচিব, কোটালীপাড়া পৌরসভা ,গোপালগঞ্জ।
৩। সহকারী প্রকৌশলী, কোটালীপাড়া পৌরসভা , গোপালগঞ্জ।
৪। হিসাব রক্ষক, কোটালীপাড়া পৌরসভা , গোপালগঞ্জ।
৫। সংশিষ্ট নথি ।

কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
ফোন নং- ০২৬৬৫১২৬৭ (অফিস), ০২৬৬৫১৩২৫ (বাসা), ফ্যাক্স ঃ ০২৬৬৫১২৬৭
E-mail: mayor_kotali.poura@yahoo.com

নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায়

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরা সিট

তারিখ ঃ ২৫/০৮/১৯, সকাল ঃ বিকাল ৪.৩০ মিনিট

ক্রঃ নং	নাম	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব সালেহা বেগম	সভাপতি	Saleha. ২৫/০৮/২০১৯
০২	জনাব মোঃ কামাল হোসেন শেখ	সদস্য	
০৩	জনাব রুবিয়াা বেগম	সদস্য	রুবিয়া
০৪	জনাব রাবেয়া বেগম	সদস্য	রাবেয়া
০৫	জনাব নাসির উদ্দিন সরদার	সদস্য	
০৬	জনাব সঞ্জয় কুমার মজুমদার	সদস্য	মজুমদার
০৭	জনাব শিরিন আক্তার	সদস্য-সচিব	

কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভার কার্য বিবরনী

সভাপতি ঃ জনাব সালেহা খানম, কাউন্সিলর সংরক্ষিত ওয়ার্ড -২, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
স্থান ঃ কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।
তারিখ ঃ ২৫/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।
রোজ ঃ রবিবার।
সময় ঃ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নাম (সর্ব জনাব) স্বাক্ষর ক্রমানুসারে

ক্র: নং	নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ কামাল হোসেন শেখ	মেয়র, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
০২	জনাব বুবিয়াা বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
০৩	জনাব রাবেয়া বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৩, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
০৪	জনাব নাসির উদ্দিন সরদার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
০৫	জনাব সঞ্জয় কুমার মজুমদার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।
০৬	জনাব শিরিন আক্তার	উচ্চমান সহকারী, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।

অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সালেহা খানম, কাউন্সিলর ,সংরক্ষিত ওয়ার্ড -২, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন।

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	পূর্ববর্তী কার্য বিবরনী পাঠ ও অনুমোদন।	গত সভার কার্যবিবরনী পাঠ করা হলো এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।	কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হলো।
০২	যৌন হয়রানী এবং বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা ।	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব কাজী হাফিজা বলেন - আমাদের দেশের গ্রাম অশ্চলে এখন বাল্য বিবাহ কোন বড় সমস্যা বলে মনে করেন না অভিভাবকেরা। মেয়ে একটু বেড়ে উঠলেই যেন বিয়ে নিয়ে তাদের মাথায় চিন্তা চলে আসে। মেয়ের বয়সের দিকে নজর না দিয়ে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে দেয় বিয়ে দিয়ে যেন সস্তি পেয়ে যায়। অতঃপর দেখা যায় ছয় মাস বা ১বছর এর মধ্যে প্রচোলিত আইনে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু এর দায় ভার কার ? বাল্য বিবাহের শুরু কোথায় ? শেষ বা কবে ? বাল্য বিবাহে যেমন অল্প বয়সে ঝরে যাওয়া,তেমন দিন দিন বাড়ছে বহু বিবাহ। বাল্য বিবাহের শিকার মেহেরপুর জেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এমনি এক পরিবারের সাথে কথা বললে তারা বলেন, আমরা গরিব মানুষ নুন আনতে পানতা ফুরাই , মেয়ে বড় হলেতো চিন্তা বেড়ে যায় । নিজের পেট চলেনা আবার মেয়ে বড় হয়েছে তাই বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না যে অল্প বয়সে বিয়ে দিলে এত বড় সমস্যা হয়। আমার মেয়ের বয়স যখন ১১তখন বিয়ে দিয়ে ছিলাম। ২মাস পার হওয়ার পর মেয়ে সংসার করতে রাজি না থাকায় মেয়ের কথা চিন্তা করে তালাক নিয়েছি। এ ব্যপারে ০৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সঞ্জয় কুমার মজুমদার বলেন, বিয়ে হচ্ছে এমন খবর পেলে নিজে গিয়ে সে বিয়ে বন্ধ করে দেই এবং বাল্য	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

		বিয়ে যেন না দেওয়া হয় সে ব্যাপারে সতর্ক্য করে দিই। বেসরকারি সংস্থা ম্যাস লাইন মিডিয়ার এক জরিপে ২০০৭ সালের হিসেবে জানা যায়, সারা দেশে মোট ২০৩টি বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ১১২ জন শিশু বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হলো এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মাত্র ৭টি এবং এ ৭টি বাল্য বিবাহই বন্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের ওয়ার্ল্ড চিলড্রেনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর হবার আগেই, অন্যদিকে ১৫ থেকে ১৯ বছরেই অন্তঃসত্তা কিংবা মা হয় এক-তৃতীয়াংশ নারী। অন্যদিকে বাংলাদেশে জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদের এক রিপোর্টে জানা যায়, সারা দেশে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যার শতকরা ১৩ দশমিক ৭ ভাগ মেয়েশিশু। এর মধ্যে ৪৭ ভাগ মেয়ে শিশুর বিয়ে ১৯ বছরের আগেই হয়ে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২০ বছর নারীদের তুলনায় ১৮ বছরের নিচের প্রসূতিদের মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় ২-৫ গুণ বেশি। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে বাল্য বিয়ের হার সবচেয়ে বেশি। এর প্রধান কারণ হিসেবে দারিদ্র্যতাকেই চিহ্নিত করেছেন সমাজবিজ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ। তাঁরা মনে করেন, দারিদ্র্যতা যেহেতু মানুষের সকল মৌলিক চাহিদাগুলোকে কারারুদ্ধ করে ফেলে, সেহেতু মানুষ তখন প্রয়োজনের কাছে সকল আইনকে জলাঞ্জলি দেয়। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধক আইন অনুসারে বাল্যবিবাহ বলতে বোঝায়, বাল্যকাল বা নাবালক বয়সে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিয়ে। এছাড়া বর-কণে উভয়েরই বা একজনের বয়স বিয়ের দ্বারা নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে বিয়ে হলে তা আইনত বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত করা হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় অধিকাংশ স্থানেই বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনের কোনো যথাযথ প্রয়োগ নেই। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে তিন ধরণের বিয়ে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে, এক, প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ, দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে, তিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র-পাত্রীর অভিবাবক কর্তৃক বিবাহ নির্ধারণ বা বিয়েতে সম্মতি দান। এ আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে, বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ আইন অমান্য করলে একমাসের বিনাশ্রম কারাদ- অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় বিধানই হতে পারে। এখনি সময় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করার। মেয়েদেরকে মাথার বোঝা মনে না করে আসুন তাদেরকে সুন্দর ভাবে বাঁচতে সুযোগ দিই। বিয়ের চিন্তা না করে উচ্চ শিায় শিতি করার কথা চিন্তা করি। যদি আমরা সকলে সচ্চার হয় তাহলে এই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে পারবো। আসুন বাল্যবিয়ে রোধ করে একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলি।	

০৩	বিবিধ	বিবিধে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(সালেহা খানম)
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর- ২ ও
সভাপতি
নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ।
২। জনাব..... নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি,
৩। .....
৪। নোটিশ বোর্ড/অফিস নথি, কোটালীপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ।